তারিখ ... 26 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

যায়যায়দিন

আরো ৩৫ টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে

রবিউল হক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রস্তাবিত নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩৩ কোটি টাকা এবং পাঁচটি ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজির প্রস্তাবিত নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২০৮ কোটি টাকা। বিদেশগামী কর্মীরা যাতে এসব টেনিং সেন্টারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিতে পারে সেজন্য এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এসব টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের প্রকল্প প্রোফাইল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। একনেক অনুমোদন দিলে চলতি বছর জুলাই থেকেই ট্রেনিং সেন্টারগুলোর নির্মাণ শুরু হবে এবং ২০১৪ সালের জুনের মধ্যে নির্মাণ শেষ হবে। নতুন এই ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার নির্মিত হলে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ ধরনের সেন্টারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭২টি। বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৭টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে।

জানা গেছে, নতুন ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে পাঁচটি ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করবে। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে একটি ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি রয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিভাগে নয়টি, চট্টগ্রাম বিভাগে তিনটি, রাজশাহী বিভাগে ছয়টি, খুলনা বিভাগে পাঁচটি, বরিশাল বিভাগে চারটি এবং সিলেট বিভাগে তিনটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করবে মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন

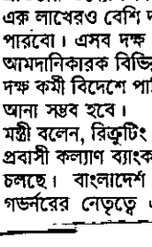

একনেক অনুমোদন দিলে চলতি বছর জুলাই থেকেই ট্রেনিং সেন্টারগুলো নির্মাণ শুরু হবে

যায়যায়দিনকে বলেন, সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এতে প্রতিবছর প্রায় এক লাখেরও বেশি দক্ষ কর্মী আমরা গড়ে তুলতে পারবো। এসব দক্ষ কর্মীদের প্রোফাইল জনশক্তি আমদানিকারক বিভিন্ন দেশে পাঠানো হবে। এতে দক্ষ কর্মী বিদেশে পাঠিয়ে দেশে অধিক রেমিট্যান্স আনা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী বলেন, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর প্রতারণা বন্ধে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নীতিনির্ধারণী কাজ চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে একটি কমিটি এ কাজ শুরু করেছে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন শেষে প্রায় আড়াইশ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে চলতি বছরেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটির যাত্রা শুরু হবে। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের ঋণ দেয়া এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স আনার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ব্যাংকটি সম্পূর্ণ জনকল্যাণমূলক ও বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যাংকের সুদের হারও হবে অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় কম। ব্যাংকটির প্রধান কাজ হবে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া এবং রেমিট্যান্স আনাসহ বিদেশ ফেরত কর্মীদের দেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা।

প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরো বলেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পুরো টাকাই প্রবাসীদের কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত টাকা থেকে দেয়া হবে। এটি হবে মোবাইল ফোন ব্যাংকিংয়ের আদলে। যে কেউ বিদেশ যেতে চাইলে তার ভিসার বিপরীতে ফোন করে নির্দিষ্ট এজেন্সির কাছে অর্থ জমা দিতে পারবে। এর ফলে বিদেশ যাওয়ার নির্ধারিত টাকা ব্যাংক পরিশোধ করবে এবং বিদেশে তার আয় থেকে কেটে নেয়া হবে। এতে একজন বিদেশগামী কর্মী কাজের নিশ্চয়তাও পাবে। এতে বিদেশগামী কর্মীদের জমিজমা বিক্রি বা বন্ধক দিতে হবে না। এছাড়া বিদেশ ফেরত শ্রমিকরা যাতে এ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দেশে কর্মসংস্থান করতে পারে এজন্য অর্থায়ন করবে ব্যাংকটি।